ব্রি ধান৫৬

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ধান৫৬ এর কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর IR 55419-4 এবং WAY RAREM নামক স্থানীয় খরাসহিষ্ণু জাতের সাথে দুইবার পশ্চাৎ সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। পরবর্তীতে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকায় কৌলিক সারিটি ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বীজবোর্ড কর্তৃক ২০১১ সালে চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

ব্রি ধান৫৬

জাতের বৈশিষ্ট্য

- বর্ধণশীল পর্যায়ে গাছের আকার ও আকৃতি বিআর১১ এর চেয়ে লম্বা।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৫ সেমি।
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা, পাতার রং গাঢ় সবুজ এবং পাকা ধানের রং লালচে।
- ধানের দানার রং স্বর্ণা জাতের মত, তবে একটু মোটা ও লম্বা ।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৬ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা ও মোটা এবং রং সাদা।

এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

ব্রি ধান৫৬ এর জীবনকাল বিনা ধান৭ এর চেয়ে ৫ দিন এবং ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১০ দিন আগাম। ব্রি ধান৫৬ একটি খরা সহনশীল জাত। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০-১২ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০-৮০ সেমি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচে হলেও এ জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকালঃ এ জাতের গড় জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন।

ফলন ঃ উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৪.৫ টন থেকে ৫.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৫ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবণ।

২. **চারার বয়সঃ** ২০-২৫ দিন

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২০	৭	১১	৮

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৫৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর অন্তত ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** ১৫ থেকে ২০ কার্তিক পর্যন্ত অর্থাৎ (৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd